পরিমার্জিত সংস্করণ

ইমাম বুখারি রহ.

আল-আদাবুল মুফরাদ

১ম ও ২য় খণ্ড

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রহ.

শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

ইমাম বুখারি রহ.

আল-আদাবুল মুফরাদ

প্রথম খণ্ড

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি

শাইখ শুআইব আরনাউত

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

অনুবাদক পরিচিতি

অনন্য প্রতিভাধর তরুণ আলিম, লেখক ও অনুবাদক 'মুফতি সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ'। অত্যন্ত বিনয়ী ও কোমল মনের মানুষ। পরিচয় হওয়ার পর থেকেই সবসময় হাসিমুখে কথা বলতে দেখেছি। শৈশব থেকে নিজ গ্রাম মান্দ্রা বাজার ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসায় পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তীতে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া (যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা) থেকে তাকমিল ফিল হাদিস সম্পন্ন করেন এবং সেখান থেকেই (আত-তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামি) উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণা বিভাগ থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকার বিখ্যাত ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম (মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা) মাদরাসায় ইফতা বিভাগের মুশরিফ এবং কিতাব বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সাথে দারস-তাদরিসের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। উক্ত জামিয়াতে তিনি কৈশোর জীবনে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি প্রখর মেধার অধিকারী। শিক্ষা জীবনে মেধা তালিকায় সবসময় প্রথম সারিতে থাকতেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর এই মেহনতকে কবুল করেন এবং এর উসিলা করে তাঁকে জান্নাত দান করেন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন

পরিচালক, পথিক প্রকাশন

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

আল-আদাবুল মুফরাদ

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

সূচিপত্র

অধ্যায়: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ২৮
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি ২৮
মায়ের সাথে সদাচরণ ২৯
বাবার সাথে সদাচরণ ৩০
পিতা-মাতা অত্যাচার করলেও তাদের সাথে সদাচরণ করা ৩১
মাতা-পিতার সাথে নরম সুরে কথা বলা ৩২
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি ৩৬
যে পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাআলাও তাকে অভিশাপ করেন. ৩৭
পাপ ব্যতীত পিতা-মাতার সব বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে ৩৮
যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে পেল, কিন্তু জান্নাত অর্জন করতে পারেনি ৪০
যে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করবে, আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন ৪০
অমুসলিম পিতার জন্য কেউ যেন ক্ষমাপ্রার্থনা না করে ৪০
অমুসলিম পিতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যক ৪১
পিতা-মাতাকে গালি না-দেওয়া ৪৩
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ৪৪
পিতা-মাতার ক্রন্দন ৪৫
মাতা-পিতার দুআ ৪৫
খ্রিষ্টান মা-কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ৪৮
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদাচার করা ৪৯
পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচার করা ৫১
তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের সাথে সদাচরণ করো ... ৫২
ভালোবাসা উত্তরাধিকার-সূত্রে আসে ৫২
পিতার নাম ধরে না-ডাকা, তার আগে না-চলা এবং তার আগে না-বসা ... ৫৩
পিতাকে উপনামে ডাকা যাবে কি? ৫৩

অধ্যায় : আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা ৫৫
আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব ৫৫
আত্মীয়তার বন্ধন ৫৬

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার ফজিলত ৫৮
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখলে আয়ু বাড়ে ৬০
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিককারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন ৬১
ক্রমানুসারে আত্মীয়তার অধিকার রাখা ৬১
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না ৬৩
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ ৬৩
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর দুনিয়ার শাস্তি ৬৫
প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা প্রকৃত ঠিক রাখা নয় ৬৫
জালিম আত্মীয়দের সাথে বন্ধন ঠিক রাখার ফজিলত ৬৬
যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছে ৬৬
অমুসলিমদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে .. ৬৭
জেনে রাখো, আত্মীয়তার সম্পর্কই বংশের পরিচয় ৬৮
মুক্ত গোলাম কি বলতে পারবে, 'অমুকের সাথে সম্পর্ক আছে' ৬৯

অধ্যায় : সন্তানের প্রতি মমতা ৭১
যে ব্যক্তি একজন বা দুজন কন্যা সন্তান লালন-পালন করে ৭১
যে ব্যক্তি তার বোনকে লালন-পালন করবে ৭২
তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে লালন-পালন করার ফজিলত ৭৩
যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু অপছন্দ করে ৭৪
সন্তানের কারণে মানুষ কৃপণ এবং কাপুরুষ হয়ে থাকে ৭৪
সন্তানাদি হলো চোখের নয়নমণি ৭৬
যে ব্যক্তি তার সাথি, সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধির দুআ করে ৭৭
মমতাময়ী মা ৭৮
শিশুদের চুম্বন করা ৭৯
সন্তানের সাথে পিতার আচরণ এবং ভদ্রতা শেখানো ৭৯
নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ ৮০
যে দয়ার্দ্র হয় না, তাকে দয়াও করা হয় না ৮১
আল্লাহর রহমত শতভাগে বিভক্ত ৮২

অধ্যায় : প্রতিবেশীর সাথে সদাচার ৮৪
প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত ৮৪
প্রতিবেশীর অধিকার ৮৫
প্রতিবেশীর সাথে আগে উত্তম আচরণ শুরু করতে হবে ৮৫

কাছের প্রতিবেশী থেকে হাদিয়া দেওয়া শুরু করবে ৮৭
যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেয় ৮৮
প্রতিবেশীদের অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করা যায় না ৮৯
তরকারিতে একটু বেশি ঝোল করে প্রতিবেশীদেরকে দেবে ৮৯
উত্তম প্রতিবেশী ৯০
নেককার প্রতিবেশী ৯১
মন্দ প্রতিবেশী ৯১
কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় ৯২
প্রতিবেশীরা পরস্পরের হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে ৯৪
প্রতিবেশীর অভিযোগ ৯৫
যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করলো ৯৭
ইহুদি প্রতিবেশী ৯৮

অধ্যায় : আচার–ব্যবহার ও ভদ্রতা ৯৯
মান-সম্মান ৯৯
ইয়াতিমদের লালন-পালনের ফজিলত ১০০
যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে লালন-পালন করে তার ফজিলত ১০১
ইয়াতিমের জন্য দয়াদ্র পিতার মতো হও ১০৩
সন্তানের কারণে যে নারী বিবাহ বসেনি এবং সবর করেছে তার ফজিলত ১০৫
ইয়াতিমদের আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান প্রসঙ্গে ১০৫
যার সন্তান মারা গেছে তার ফজিলত ১০৬
গর্ভপাতে যার সন্তান মারা যায় ১১০
উত্তম আচরণ ১১১
মন্দ আচরণ ১১৩
বেদুইনের কাছে দাস-দাসী বিক্রি করা ১১৪
খাদেমকে ক্ষমা করে দেওয়া ১১৫
যখন গোলাম চুরি করে ১১৬
সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য খাদেমকে কিছু গণনা করা ১১৮
খাদেমকে আদব শেখানো ১১৮
চেহারায় প্রহার করা থেকে বিরত থাকা ১২০
গোলামের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ ১২৩
তোমরা যা পরিধান করো, তা গোলামদেরও পরিধান করাও ১২৫
গোলামদের গালি দেওয়া ১২৭

গোলামদের কি সাহায্য করা হবে? ১২৮
সাধ্যের বাইরে গোলামের ওপর বোঝা চাপানো নিষিদ্ধ ১২৮
গোলামের সাথে আহার করতে অপছন্দ করা ১৩১
গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করা ১৩৩
গোলামও একজন দায়িত্বশীল ১৩৫
যে ব্যক্তি গোলাম হওয়াকে পছন্দ করে ১৩৬
কেউ যেন না বলে—'আমার গোলাম' ১৩৭
গোলাম কি বলবে—'আমার মনিব' ? ১৩৭
পুরুষ তার ঘরের দায়িত্বশীল ১৩৮
মহিলারাও দায়িত্বশীল ১৩৯
যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়, সে যেন উত্তম প্রতিদান দেয় ১৪০
যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না ১৪১
কোনো ভাইকে সাহায্য করা ১৪২

অধ্যায় : উত্তম চরিত ১৪৩
দুনিয়ার ভালো ব্যক্তিরা আখিরাতেও ভালো হিসাবে উঠবে ১৪৩
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহ ১৪৫
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ১৪৭
ভালো কথা, ভালো কাজ ১৪৮
বাগানে গমন এবং ব্যাগভরতি জিনিসপত্র কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা ১৪৯
একজন মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ ১৫২
যে ধরনের খেলাধুলা নিষিদ্ধ ১৫৪
ভালো কাজের দিকে পথপ্রদর্শন করা ১৫৪
মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা ১৫৫
দিল খুলে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা ১৫৬
মুচকি হাসি দেওয়া ১৫৮
পরামর্শ আমানতস্বরূপ ১৬১
মানুষকে ভালোবাসা ১৬৩
মায়া-মমতা ১৬৪
ঠাট্টা-মশকরা ১৬৫
উত্তম চরিত্র ১৬৭
অন্তরের ধনাঢ্যতা ১৭০

অধ্যায় : দান ও বদান্যতা..... ১৭১
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না..... ১৭১
অন্তরের সংকীর্ণতা..... ১৭২
লোকেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রবান হয়..... ১৭৪
কৃপণতা..... ১৭৯
প্রফুল্ল মন ১৮২
গরিবদের সাহায্য করা আবশ্যক ১৮৪
যে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে..... ১৮৫
মুমিন কখনও তিরস্কারকারী হতে পারে না..... ১৮৭
অভিশাপ দেওয়া..... ১৮৯
যে তার গোলামকে অভিশাপ দেয়, সে যেন তাকে মুক্ত করে দেয় ১৯০
আল্লাহর লানত, আল্লাহর গজব এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেওয়া ১৯০
অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়া..... ১৯১
চোগলখোর..... ১৯১
যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শোনে এবং বিস্তার করে..... ১৯২
অন্যের দোষ অনুসন্ধানকারী ১৯৩
মুখের ওপর প্রশংসা করা..... ১৯৫
কারও সাথি যদি নিরাপদ থাকে, তা হলে তার প্রশংসা করার অনুমতি আছে
..... ১৯৭
চাটুকারদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করা..... ১৯৮
কাব্যাকারে প্রশংসা করা..... ২০১
কবির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ঘুস হাদিয়া দেওয়া..... ২০২
দেখা-সাক্ষাৎ করা ২০৩
কোনো গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আহার গ্রহণ করা..... ২০৪
জিয়ারতের ফজিলত..... ২০৬
কোনো গোত্রকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু মিলিত হতে পারছে না..... ২০৬
বড়দের মর্যাদা..... ২০৭
বড়দের সম্মান করা..... ২০৯
বড়রা মজলিসে জরুরি কথা বলবে ২১০
বড়রা মজলিসে জরুরি কথা বলবে, প্রয়োজনে ছোটরাও বলতে পারবে.... ২১১
বড়দের নেতৃত্ব দেওয়া..... ২১২
ছোটদের ওপর দয়াদ্র হওয়া..... ২১৩
শিশুদের সাথে মুআনাকা করা ২১৩

ছোট বালিকাকে চুমু দেওয়া ২১৪
ছোটদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ২১৫
ছোট বালককে 'হে আমার ছেলে' বলা ২১৫
জমিনবাসীর ওপর দয়া করো ২১৭
পরিবারের প্রতি দয়া করা ২১৮
প্রাণীর প্রতি দয়া করা ২১৯
পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে আসা ২২১
খাঁচার পাখি ২২২
লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা ২২২
মিথ্যা বলা বর্জনীয় ২২৩
যে ব্যক্তি মানুষের কষ্টে সবর করে ২২৪
মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা ২২৫
বংশের খোঁটা দেওয়া ২২৭

অধ্যায় : চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ২২৮
মানুষের গোত্রপ্রীতি ২২৮
কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ২২৮
মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ ২৩০
যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখে ২৩৩
দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী ২৩৪
শত্রুতা ২৩৫
সালাম সম্পর্ক ছিন্ন করার কাফফারাস্বরূপ ২৩৭
উঠতি বয়সের যুবকদের পৃথক পৃথক থাকা ২৩৮
পরামর্শ না চাইতে তার ভাইকে পরামর্শ দেওয়া ২৩৮
যে ব্যক্তি মন্দ উদাহরণকে অপছন্দ করে ২৩৯
প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি সম্পর্কে ২৩৯
গালি দেওয়া ২৩৯
পানি পান করা ২৪১
যে ব্যক্তি প্রথমে গালিগালাজ শুরু করে, উভয়ের পাপ তার ওপর বর্তাবে . ২৪১
গালিগালাজকারী দুই শয়তানের মতো এবং মিথ্যা দাবিদার ও মিথ্যাবাদী ... ২৪৩
মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি ২৪৪
যে ব্যক্তি কাউকে মুখের ওপর কিছু বলে না ২৪৭
যে ব্যক্তি কৌশলগতভাবে অন্যকে—'হে মুনাফিক' বললো ২৪৮

যে ব্যক্তি তার ভাইকে বললো, 'হে কাফির' ২৪৯
শত্রুর আনন্দ ২৫০
সম্পদের অপচয় এবং অপব্যবহার ২৫০
অপচয়কারীদের সম্পর্কে ২৫১
ঘরবাড়ি ঠিক করা ২৫২
বাড়িঘর নির্মাণে খরচ করা ২৫২
কর্মচারীর সাথে মালিকের সহযোগিতা করার ব্যাপারে ২৫২
উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা ২৫৩
যে ব্যক্তি ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ২৫৫
প্রশস্ত ঘরবাড়ি ২৫৬
নিজস্ব কুঠিতে অবস্থান ২৫৬
ঘরবাড়ি কারুকার্য করা ২৫৭
নম্রতা ২৫৯
সহজ-সরল জীবনযাপন ২৬২
নম্রতার ফলাফল ২৬৩
সান্ত্বনা দেওয়া ২৬৩
কঠোরতা করা ২৬৪
সম্পদ বিনিয়োগ ২৬৬
মাজলুমের দুআ ২৬৭
আল্লাহর কাছে বান্দার নিয়ত তালাশ করা ২৬৭
জুলুম অন্ধকার ২৬৮

অধ্যায় : রোগ ও রুগ্‌ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ২৭৪
রোগীর কাফফারা ২৭৪
রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৭৬
অসুস্থকালেও সুস্থকালের নেক আমলের সওয়াব দেওয়া হয় ২৭৯
রোগীর 'আমি অসুস্থ' বলা কি অভিযোগের আওতায় পড়ে? ২৮৩
সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৮৪
অসুস্থ শিশুকে দেখতে যাওয়া ২৮৫
অসুস্থ স্বামীর সেবা ২৮৬
অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ২৮৭
অসুস্থদের দেখতে যাওয়া ২৮৭
রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দুআ করা ২৯০

রোগী দেখতে যাওয়ার ফজিলত ২৯১
রোগীর সাথে সাক্ষাৎকারীর কথোপকথন ২৯২
যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সালাত আদায় করে ২৯৩
অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৯৩
রোগীকে দেখতে গিয়ে কী বলবে? ২৯৪
রোগী কী উত্তর দেবে? ২৯৬
অসুস্থ পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া ২৯৬
পুরুষদের অসুস্থ মহিলাদের দেখতে যাওয়া ২৯৭
রোগীকে দেখতে এসে ঘরের অন্য কিছুর দিকে তাকানো নিষিদ্ধ ২৯৭
চক্ষুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ২৯৮
রোগীকে দেখতে আসা ব্যক্তি বসবে কোথায়? ৩০০

অধ্যায় : পরিবারের সহযোগিতা ৩০১
যে ব্যক্তি তার নিজ ঘরের কাজ করতেন ৩০১

অধ্যায় : ভালোবাসা ও বিবিধ ৩০৩
কেউ তার কোনো ভাইকে ভালোবাসলে তাকে যেন অবগত করে ৩০৩
কেউ কাউকে ভালোবাসলে যেন তর্কে লিপ্ত না হয় এবং কিছু না চায় ৩০৪
অন্তর জ্ঞানের উৎসস্থল ৩০৫
অহংকার ৩০৫
যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিশোধ নেয় ৩১১
ক্ষুধা এবং মহামারির সময় সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা ৩১৩
অভিজ্ঞতা ৩১৫
আল্লাহর জন্য অপর ভাইকে আহার করানো ৩১৬
জাহিলি যুগের চুক্তি ৩১৬
ভাই-ভাই সম্পর্ক ৩১৬
বৃষ্টিতে ভেজা ৩১৭
ভেড়া-বকরির মধ্যে বরকত রয়েছে ৩১৮
উট তার মালিকের জন্য সম্মানের কারণ ৩১৯
যাযাবরের জিন্দেগি ৩২১
বিরান এলাকায় বসবাসকারী ৩২১
মরুভূমি এবং জলাশয়ে বসবাস করা ৩২২
যে ব্যক্তি গোপনীয়তা পছন্দ করে ৩২৩

কাজকর্মে স্থিরতা অবলম্বন করা..... ৩২৪
বিদ্রোহ করা..... ৩২৭
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা..... ৩২৯
উপহার গ্রহণ করা..... ৩৩০
মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে উপহার বর্জন করে..... ৩৩১
লজ্জাশীলতা..... ৩৩১

অধ্যায় : দুআ ও আমল..... ৩৩৬
সকালে কী বলবে?..... ৩৩৬
যে অন্যের জন্য দুআ করে..... ৩৩৭
হৃদয় নিংড়ানো দুআ..... ৩৩৮
আগ্রহ এবং আশা নিয়ে দুআ করা..... ৩৩৯
সাইয়্যিদুল ইসতিগফার..... ৩৪৫
অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করা..... ৩৪৯
নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করা..... ৩৫৮
যার সামনে নবিজির নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দুরুদ পাঠ করলো না
..... ৩৬১
যে অত্যাচারীর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে..... ৩৬৪
বান্দা তাড়াহুড়া না করলে তখন তার দুআ কবুল করা হয়..... ৩৬৭
অলসতা থেকে পানাহ চাওয়া..... ৩৬৮
যে আল্লাহর নিকট দুআ করে না, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন..... ৩৬৯
আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায় দুআ করা..... ৩৭০

অধ্যায় : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبُخَارِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ النَّيَازِكِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَلِيلِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حُرَيْثٍ الْبُخَارِيُّ الْكِرْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ الْبَزَّارُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

[১] আমর ইবনু শাইবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে এই বাড়িওয়ালা বর্ণনা করেছেন, এটা বলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির দিকে ইশারা করলেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, (হে আল্লাহর রাসুল,) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কী? জবাবে তিনি বললেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি অবশ্যই আমাকে আরও বলতেন।[২]

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

[২] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট।[৩]

মায়ের সাথে সদাচরণ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ».

[৩] হাকিম ইবনু হিজাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা-দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, ভালো ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। তারপর আত্মীয়-সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী হবেন।[৪]

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ

---

[২]. সহিহুল বুখারি: ৫২৭; সহিহ মুসলিম: ১৩৯। হাদিসের মান: সহিহ।

[৩]. হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান। এই হাদিসটি মারফু সূত্রে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুনানুত তিরমিজি: ১৮৯৯। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

[৪] সুনানুত তিরমিজি : ১৮৯৭; সুনানু আবি দাউদ : ৫১৩৯। হাদিসের মান : হাসান। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত ও শাইখ আলবানি রাহিমাহুমাল্লাহ। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিস হাসান। সনদে বাহয ইবনু হাকিম রাবিকে নিয়ে ইমাম শু'বা রাহিমাহুল্লাহ আপত্তি তুলেছেন; তবুও তিনি আহলে ইলমদের কাছে সিকাহ।

عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ.

[৪] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম, কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার জন্য কি তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে? জবাবে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর নিকট তাওবা করো এবং যথাসাধ্য তাঁর নৈকট্য লাভে যত্নবান হও।

আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তার মা জীবিত আছে কি না, তা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করলেন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম কোনো কাজ আমার জানা নেই।[৫]

বাবার সাথে সদাচরণ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ».

[৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার যোগ্য কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা।

—তারপর কে?

—তোমার মা।

—তারপর কে?

---

[৫]. আস-সহিহা: ২৭৯৯। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

ইমাম বুখারি রহ.

আল-আদাবুল মুফরাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি

শাইখ শুআইব আরনাউত

অনুবাদ

আম্মার মাহমুদ

সূচিপত্র

মেঘ-বৃষ্টির সময় দুআ ২৫
মৃত্যুর জন্য দুআ ২৬
নবিজির আরও কিছু দুআ ২৬

অধ্যায় : দুআ-মুনাজাত ৩৩
রাতের আঁধারে নবিজি যে দুআ পাঠ করতেন ৩৩
বিপদাপদের সময় দুআ করা ৩৯
ইসতিখারা করার সময় দুআ ৪১
কেউ শাসকের অত্যাচারের আশঙ্কা করলে ৪৫
দুআকারী ব্যক্তির জন্য যে প্রতিদান রেখে দেওয়া হয় ৪৮
দুআর ফজিলত ৪৯
তীব্র বাতাসের সময় যে দুআ পড়বে ৫১
তোমরা বাতাসকে গালি দিয়ো না ৫২
বজ্রধ্বনির সময় যে দুআ পড়বে ৫৩
বজ্রধ্বনি শুনলে ৫৪
যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট শান্তি প্রার্থনা করে ৫৫
যে ব্যক্তি বিপদ কামনার দুআ অপছন্দ করে ৫৭
যে ব্যক্তি বিপদের কঠোরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে ৫৮
অসন্তোষের সময় কারও কথার পুনরাবৃত্তি করা ৫৯

অধ্যায় : গিবত-শেকায়েত ৬০
গিবতের দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস ৬০
গিবত—আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমাদের কেউ যেন অপরের গিবত না করে ৬১
মৃত ব্যক্তির গিবত ৬২
পিতার উপস্থিতিতে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ৬৩
মুসলমানদের খাদ্যসামগ্রী অনুমতি ছাড়া পরস্পরের ব্যবহার ৬৪

অধ্যায় : ব্যয় ও মেহমানদারি..... ৬৫
মেহমানের আপ্যায়ন এবং স্বয়ং নিজে তার সেবা করা ৬৫
মেহমানের প্রদত্ত প্রাপ্য..... ৬৬
আপ্যায়ন হলো তিন দিন..... ৬৭
মেজবানকে অসুবিধায় ফেলে তার নিকট অবস্থান করবে না..... ৬৭
মেহমান রাতে উপস্থিত হলে ৬৮
বঞ্চিত অবস্থায় মেহমানের ভোর হলে ৬৮
নিজে সশরীরে মেহমানের সেবা করা..... ৬৯
মেহমানের সামনে খাবার পরিবেশন করে নামাজে দাঁড়ানো..... ৬৯
নিজ পরিবারের জন্য ব্যয় করা..... ৭১
প্রতিটি কাজের প্রতিদান রয়েছে, নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া লোকমারও.. ৭৩
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আহ্বান ৭৪

অধ্যায় : উন্নত চরিত্রের কিছু নির্দেশনা..... ৭৫
গিবত উদ্দেশ্য না নিয়ে কাউকে কৃষ্ণকায়, দীর্ঘদেহী বলা..... ৭৫
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ৭৬
যিনি সংবাদ বর্ণনাকে দোষের মনে করেন না ৭৮
যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন রাখল ৭৮
'লোক ধ্বংস হয়ে গেছে' বলে মন্তব্য করা ৭৯
মুনাফিককে 'সাইয়্যিদ' নেতা বলে সম্বোধন করবে না ৭৯
অন্যের মুখে নিজের আত্মশুদ্ধির কথা শুনলে কী বলবে..... ৮০
অজানা বিষয়ে মন্তব্য করে কেউ যেন না বলে, 'আল্লাহও তেমনটি জানেন' ৮১
রংধনু ৮২
ছায়াপথ..... ৮২
'হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রহমতের জায়গায় রাখো' বলাকে অপছন্দ করা
..... ৮৩
তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না..... ৮৩
ব্যক্তি তার ভাইয়ের ফেরার পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না..... ৮৪
একজন অপরজনকে বলা—'তোমার ধ্বংস হোক'..... ৮৪
নির্মাণ করা ৮৭
কারও মন্তব্য—'না, তোমার পিতার শপথ'..... ৮৮
কারও নিকট কোনো কিছু চাইলে চাটুকারিতা না করে সরাসরি চাইবে..... ৮৯
কারও কথা—'তোমার শত্রু নিপাত যাক'..... ৯০
কেউ যেন না বলে—'আল্লাহ এবং অমুক'..... ৯১
কেউ যেন না বলে—'আল্লাহ এবং তুমি যা চাও'..... ৯১

অধ্যায় : গান-বাজনা ও বিবিধ বিষয় ৯২
গান-বাজনা ও অহেতুক কর্ম ৯২
উত্তম দিক-নির্দেশনা ও চালচলন ৯৪
অপছন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা ৯৬
তোমরা আঙুরকে 'কারম' নামকরণ কোরো না ৯৭
কাউকে বলা—'তোমার অকল্যাণ হোক' ৯৭
শ্যালিকা বলে সম্বোধন করা ৯৮
'আমি ভীষণ ক্লান্ত' বলা ৯৯
যে ব্যক্তি অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চায় ৯৯
কারও বক্তব্য—'আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ' ১০০
কারও বক্তব্য—'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত' ১০১
অমুসলিম ব্যক্তির সন্তানকে 'হে আমার বৎস' বলে সম্বোধন করা ১০২
আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে—এমন কথা না বলা ১০৩

অধ্যায় : অর্থপূর্ণ নাম রাখা এবং মন্দ নাম পরিবর্তন করা ১০৫
আবুল হাকাম উপনাম ১০৫
নবিজির পছন্দনীয় নাম ১০৬
দ্রুত হাঁটা ১০৭
মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম ১০৮
নাম পরিবর্তন করা ১০৮
মহান আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় নাম ১০৯
নামে সংক্ষেপণ করে সম্বোধন করা ১১০
ব্যক্তিকে তার প্রিয় নামে ডাকা ১১১
'আছিয়া' নাম পরিবর্তন করা ১১১
'সরম' নাম পরিবর্তন করা ১১২
'গুরাব' নাম পরিবর্তন করা ১১৪
'শিহাব' নাম পরিবর্তন করা ১১৪
'আস' (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করা ১১৪
নিজ সাথিকে সংক্ষিপ্ত বা ছোট নামে ডাকা ১১৫
'জাহম' নাম রাখা ১১৭
'বাররা' নাম পরিবর্তন করা ১১৮
'আফলাহ' নাম রাখা ১১৯
'রাবাহ' নাম রাখা ১১৯
নবিগণের নামসমূহ ১২০

'আবুল কাসিম' নবিজির জীবদ্দশায় এ নাম রাখা নিষিদ্ধ ছিল..... ১২০
'হাযন' নাম রাখার পরিণাম..... ১২২
নবিজির নাম ও ডাকনাম..... ১২৩
মুশরিককে উপনামে ডাকা যাবে কি?..... ১২৫
ছোট ছেলেকে উপনামে ডাকা..... ১২৫
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই উপনাম গ্রহণ..... ১২৬
মহিলাদের উপনাম..... ১২৭
কারও এমন উপনাম রাখা, যা তার মাঝে বিদ্যমান..... ১২৭
মর্যাদাশীল ও বড়দের সাথে কীভাবে হাঁটবে..... ১২৮

অধ্যায় : কবিতা ও পঙ্‌ক্তি, কৌতুক..... ১৩০
কোনো কোনো কবিতায় প্রজ্ঞা রয়েছে..... ১৩০
উত্তম ও অনুত্তম কথার ন্যায় উত্তম ও অনুত্তম কবিতাও রয়েছে..... ১৩৩
যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করতে চায়..... ১৩৪
যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা অপছন্দনীয় মনে করে..... ১৩৫
বর্ণনায়ও জাদুকরী প্রভাব রয়েছে..... ১৩৬
অপছন্দনীয় কবিতা..... ১৩৭

অধ্যায় : অতিরিক্ত কথা ও বিবিধ..... ১৩৮
বেশি কথা বলা..... ১৩৮
আশা-আকাঙ্ক্ষা..... ১৪০
কোনো বস্তু বা ঘোড়াকে 'সমুদ্র' বলে অভিহিত করা..... ১৪০
উচ্চারণের ভুলের জন্য প্রহার করা..... ১৪১
কারও মন্তব্য 'এটা কিছু না'..... ১৪১
বিপরীতার্থক উপমা..... ১৪২
গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেওয়া..... ১৪৩
এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে যেন ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে..... ১৪৪
সব বিষয়ে ধীরস্থিরতা..... ১৪৪
যে ব্যক্তি পথভোলা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়..... ১৪৫
যে ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে পথহারা করে..... ১৪৬
কোন্দল-বিদ্রোহ..... ১৪৬
বিদ্রোহের শাস্তি..... ১৪৭
বংশমর্যাদা..... ১৪৮
রুহগুলো সৈন্যদলে সমবেত ছিল..... ১৫০

আশ্চর্য হয়ে 'সুবহানাল্লাহ' বলা ১৫১
হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করা ১৫৩
নুড়ি পাথর ১৫৩
তোমরা বাতাসকে গালি দিয়ো না ১৫৪

অধ্যায় : শুভ-অশুভ মনে করা ১৫৫
কারও মন্তব্য—'অমুক অমুক গ্রহের কারণে বৃষ্টি হয়েছে' ১৫৫
মেঘ দেখে নবিজির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ১৫৬
অশুভ লক্ষণ ১৫৭
যে অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না, তার মর্যাদা ১৫৭
জিন থেকে রক্ষার নিষ্ফল তদবির ১৫৮
শুভ লক্ষণ ১৫৯
উত্তম নামকে বরকতময় মনে করা ১৫৯
ঘোড়ায় অশুভ লক্ষণ ১৬০

অধ্যায় : হাঁচি ও তার জবাব দান ১৬২
হাঁচি দেওয়া ১৬২
হাঁচি দিয়ে যা বলবে ১৬২
হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া ১৬৩
হাঁচি শ্রবণকারী ব্যক্তি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ১৬৬
হাঁচি দিতে শুনলে কীভাবে জবাব দেবে ১৬৭
হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ' না বললে জবাব দেবে না ১৬৯
হাঁচিদাতা প্রথমে কী বলবে ১৭০
যদি তুমি আল্লাহর প্রশংসা করে থাকো, তা হলে তিনি তোমার ওপর দয়া করুন ১৭১
হাঁচি দিয়ে কেউ যেন 'আ-ব' না বলে ১৭১
কেউ বারবার হাঁচি দিলে ১৭২
কোনো ইহুদি হাঁচি দিলে ১৭২
পুরুষ কর্তৃক মহিলার হাঁচির জবাব দেওয়া ১৭৩
হাই তোলা ১৭৪
কারও ডাকে 'লাব্বাইক' বলা ১৭৪
ভাইয়ের সম্মানে দাঁড়ানো ১৭৫
উপবিষ্ট ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে না থাকা ১৭৮
ক'রও হাই উঠলে সে যেন মুখে হাত দেয় ১৭৯

একজন অপরজনের মাথার উকুন বেছে দেবে কি? ১৮০
অবাক-বিস্ময়ে মাথা ঝুঁকানো ও দাঁত দিয়ে উভয় ঠোঁট কামড়ে ধরা ১৮৩
আশ্চর্য হয়ে অথবা অন্য কারণে নিজ উরুতে চপেটাঘাত করা ১৮৩
নিজ ভাইয়ের উরুতে চপেটাঘাত করা ১৮৪
যে বসা ব্যক্তি তার সম্মানার্থে মানুষজনের দাঁড়ানোকে অপছন্দ করে ১৮৮
দুনিয়া কতই-না তুচ্ছ ১৮৯
পা ঝিঁঝি ধরলে যা বলবে ১৯১
তিন খলিফাকে জান্নাতের সুসংবাদ ১৯১

অধ্যায় : মোসাফাহা-মুআনাকা ও চুম্বন করা ১৯৩
ছোট বালকদের সাথে মোসাফাহা করা ১৯৩
মোসাফাহা করা ১৯৩
শিশুর মাথায় মহিলার হাত বোলানো ১৯৪
মুআনাকা করা ১৯৪
নিজ কন্যাকে চুম্বন করা ১৯৬
হাতে চুম্বন করা ১৯৬
পায়ে চুম্বন করা ১৯৮
কারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো ১৯৮

অধ্যায় : সালাম ২০০
সালামের সূচনা ২০০
সালামের প্রসার ঘটানো ২০১
যে প্রথমে সালাম দেয় ২০২
সালামের ফজিলত ২০৩
সালাম আল্লাহর নামসমূহ থেকে একটি নাম ২০৫
অপর মুসলমানের হকসমূহ থেকে একটি হলো, পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে ২০৭
পথচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে ২০৭
আরোহী বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে ২০৮
পথচারী কি আরোহী ব্যক্তিকে সালাম দেবে? ২০৯
কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোকদের সালাম দেবে ২০৯
ছোট বড়কে সালাম দেবে ২১০
সালামের সমাপ্তি ২১১
ইশারা-ইঙ্গিতে সালাম প্রদান করা ২১১

সালাম শুনিয়ে দেবে ২১২
যে ব্যক্তি সালাম আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যে বের হয় ২১৩
মজলিসে উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান করা ২১৪
মজলিস থেকে ফেরার সময় সালাম প্রদান করা ২১৪
মজলিস থেকে বিদায়ের সময় সালাম প্রদান করা ২১৫
মোসাফাহার উদ্দেশ্যে হাতে সুগন্ধি তেল ব্যবহার করা ২১৬
পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া ২১৭
রাস্তার হক ২১৭
ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া ২১৯
প্রসাধনী মাখা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া ২১৯
আমিরকে সালাম দেওয়া ২২১
ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ২২৫
আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন ২২৬
স্বাগত! ২২৬
সালামের উত্তর কীভাবে দেবে? ২২৭
যে সালামের জবাব দেয়নি ২২৯
যে সালাম দিতে কৃপণতা করে ২৩০
ছোট বালকদের সালাম দেওয়া ২৩১
মহিলা কর্তৃক পুরুষ লোকদের সালাম দেওয়া ২৩২
মহিলাদের সালাম দেওয়া ২৩২
যে লোকসংখ্যক থেকে কাউকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেওয়াকে অপছন্দ করে ২৩৪

অধ্যায় : দেখা-সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা ২৩৬
পর্দার আয়াত যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে ২৩৬
পর্দার তিন সময় ২৩৭
বসবাসহীন ঘরে প্রবেশ করলে যে দুআ পড়বে ২৩৯
মায়ের নিকটও তার ঘরে প্রবেশে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে ২৪০
পিতার নিকটও প্রবেশে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে ২৪১
পিতা ও সন্তানের নিকটও প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করতে হবে ২৪১
বোনের নিকটও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে ২৪২
ভাইয়ের নিকটও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে ২৪৩
অনুমতি প্রার্থনা তিনবার করতে হবে ২৪৩
সালামবিহীন অনুমতি প্রার্থনা করলে ২৪৪

অনুমতিবিহীন ভেতরে দৃষ্টি দিলে চোখ ফুটো করে দেওয়া ২৪৫
দৃষ্টির কারণেই অনুমতি প্রার্থনার বিধান.. ২৪৫
চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনার বিধান.. ২৪৬
এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার ঘরে সালাম করলে ২৪৬
কারও আহ্বানও অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে ২৪৮
দরজার নিকট কীভাবে দাঁড়াবে.. ২৫০
অনুমতি চাওয়ার পর 'অপেক্ষা করুন' বললে কোথায় কোথায় বসবে? ২৫০
দরজায় নক করা.. ২৫১
অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করলে.. ২৫১
অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি ২৫৪
একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'কে?' প্রত্যুত্তরে বললো, 'আমি' ২৫৪
কেউ অনুমতি প্রার্থনা করলে অপরজন বললো, 'নিরাপদে প্রবেশ করুন' . ২৫৫
ঘরসমূহে দৃষ্টি দেওয়া ২৫৬
নিজ ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করার ফজিলত....................................... ২৫৮
ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে সে ঘরে শয়তান রাত যাপন করে... ২৫৯
যে স্থানে প্রবেশে অনুমতির প্রয়োজন নেই.. ২৬০
বাজারের বিপণিবিতানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা................................. ২৬০
পারস্যবাসীদের নিকট কীভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে?............................ ২৬১
জিম্মি ব্যক্তি চিঠিতে সালাম দিলে তার উত্তর দিতে হবে ২৬১
জিম্মিকে প্রথমে সালাম দেবে না... ২৬২
যে ব্যক্তি ইশারা-ইঙ্গিতে জিম্মিকে সালাম দেয়.................................... ২৬৩
জিম্মিদের সালামের উত্তর কীভাবে দেবে?.. ২৬৩
মুসলিম ও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিসে সালাম দেওয়া......................... ২৬৪
আহলে কিতাবদের উদ্দেশে কীভাবে চিঠি লিখবে?................................. ২৬৫
আহলে কিতাব তোমাদেরকে 'আস-সামু আলাইকুম' বললে........................ ২৬৫
আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করবে.. ২৬৬
জিম্মির জন্য কীভাবে দুআ করবে... ২৬৬
না জেনে কোনো খ্রিষ্টানকে সালাম দিলে.. ২৬৮
যখন কেউ বলে—'অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন' ২৬৮

অধ্যায় : চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ২৬৯
চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া... ২৬৯
মহিলাদের নিকট চিঠিপত্র লেখা এবং তাদের উত্তরের পত্র ২৬৯

চিঠিপত্রের শিরোনাম কীভাবে লিখতে হবে ২৭০
আম্মা বা'দ বা অতঃপর ২৭০
চিঠিপত্রের শিরোনামে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ২৭১
চিঠির শুরুতে যা লিখবে ২৭২
আপনার সকাল কীভাবে কেটেছে? ২৭৩
পত্রশেষে 'সালাম' এবং প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও তারিখ লেখা ২৭৫
আপনি কেমন আছেন? ২৭৬
আপনার রাত কেমন কাটল—এর উত্তর কীভাবে দেবে? ২৭৬

অধ্যায় : সভা-সমাবেশ ও তার রীতিনীতি ২৭৯
প্রশস্ত স্থানের মজলিস উত্তম ২৭৯
কিবলামুখী হয়ে বসা ২৭৯
মজলিস থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে ২৮০
রাস্তায় বসা ২৮০
মজলিসের জায়গা প্রশস্ত করা ২৮১
যে শেষে আসবে, সে মজলিসের শেষে বসবে ২৮১
বসা দু ব্যক্তির মাঝে ফাঁক করে বসবে না ২৮২
মজলিসে মানুষজনের ঘাড় টপকে সামনে আসা ২৮২
নিজ সহযোগীই অধিক সম্মানের পাত্র ২৮৪
উপস্থিত লোকজনের সামনে পা ছড়িয়ে বসা যাবে কি? ২৮৫
জনসমাগমে থুতু ফেলতে চাইলে কীভাবে ফেলবে? ২৮৫
উঁচু স্থানে বা বহিরাঙ্গনে মজলিস করা ২৮৬
যিনি পায়ের নলা উদলা করে কূপের পাড়ে বসে পা-দ্বয় কূপে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ২৮৭
কোনো ব্যক্তি কারও সম্মানে দাঁড়ালে, সে যেন তার স্থানে না বসে ২৯০
আমানত ২৯০
যখন তিনি ফিরে তাকাতেন, তখন পূর্ণ দেহে ফিরতেন ২৯১
কাউকে কোথাও পাঠানো হলে সে তা অপর কাউকে অবহিত করবে না ২৯২
কেউ কি জিজ্ঞাসা করতে পারবে, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ?' ২৯২
কিছু লোককে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাদের কথা শ্রবণ করা ২৯৩
খাটে বা গদিতে বসা ২৯৩
কিছু লোক গোপনে কথা বললে তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে না ২৯৭
উপস্থিত তিনজনের মাঝে দুজন যেন গোপনে কথা না বলে ২৯৮
একত্রে চারজন হলে ২৯৮

কেউ কারও পাশে বসলে ওঠার সময় অনুমতি চাইবে ২৯৯
রোদের দিকে মুখ করে বসবে না ৩০০
ইহতিবা (এক ধরনের নিষিদ্ধ পোশাক) পরিধান করা ৩০০
হেলান দেওয়ার জন্য বালিশ দেওয়া ৩০১
দু হাঁটু দাঁড় করিয়ে দু হাত দিয়ে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের ওপর বসা ৩০২
চারজানু হয়ে বসা ৩০৩
যে ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে বসে ৩০৫

অধ্যায় : নিদ্রায় যাওয়ার আদব-আখলাক ৩০৭
শরীর এলিয়ে দেওয়া ৩০৭
উপুড় হয়ে শোয়া ৩০৭
নেওয়া-দেওয়া শুধু ডান হাতেই করবে ৩০৮
বসার সময় জুতা কী করবে? ৩০৯
শয়তান খড়কুটা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এসে তা বিছানার ওপর ছড়িয়ে দেয় ৩০৯
কেউ বেষ্টনীবিহীন ছাদে ঘুমালে ৩১০
বসার সময় পা ঝুলিয়ে বসা যাবে কি? ৩১১
নিজ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে কী দুআ বলবে? ৩১১
নিজ সাথিদের সামনে পা প্রসারিত করে বা হেলান দিয়ে বসতে পারবে কি? ৩১২

অধ্যায় : আরও কিছু দুআ পাঠ ৩১৬
ভোর হলে যে দুআ পড়বে ৩১৬
সন্ধ্যায় উপনীত হলে যে দুআ পড়বে ৩১৯
বিছানায় ঘুমানোর সময় যে দুআ পড়বে ৩২১
ঘুমানোর সময় পঠিত দুআর ফজিলত ৩২৬
ঘুমানোর সময় গালের নিচে হাত রাখা ৩২৮
বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে তা ঝেড়ে নেবে ৩৩০
রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে দুআ পড়বে ৩৩১
হাতে কেউ খাদ্যের চর্বি নিয়ে ঘুমালে ৩৩২
বাতি নিভানো ৩৩২
ঘুমানোর সময় যেন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে না রাখা হয় ৩৩৪
বৃষ্টিতে বরকত লাভ করা ৩৩৫
ঘরে চাবুক ঝুলিয়ে রাখা ৩৩৬

রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা ৩৩৬
রাতের শুরুভাগে শিশুদেরকে নিজেদের সাথে রাখা ৩৩৬
পশুদের লড়াই বাঁধানো ৩৩৭
কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ও গাধার ডাক ৩৩৭
মোরগের ডাক শুনলে ৩৩৯
বুরগুস (পাখাহীন এক প্রকার কীট)-কে গালি দিয়ো না ৩৩৯
দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম ৩৩৯
দিনের শেষ প্রহরের ঘুম ৩৪২

অধ্যায় : দাওয়াত ও খাতনা অনুষ্ঠান ৩৪৩
দাওয়াত খাওয়ানো ৩৪৩
খাতনা করা ৩৪৩
নারীর খাতনা করা ৩৪৪
খাতনা অনুষ্ঠানের দাওয়াত ৩৪৪
খাতনায় আনন্দ-অনুষ্ঠান ৩৪৫
জিম্মি (অমুসলিম) প্রদত্ত দাওয়াত ৩৪৫
বাঁদির খাতনা করানো ৩৪৬
বড়দের খাতনা করানো ৩৪৬
শিশুর জন্মগ্রহণ উপলক্ষে দাওয়াত ৩৪৮
তাহনিক (শিশুকে মিষ্টিমুখ) করানো ৩৪৮
ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য দুআ করা ৩৪৯
ছেলে কিংবা মেয়ে যে-ই হোক, ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা ৩৫০
নাভির নিচের লোম মুণ্ডন করা ৩৫০
সময় নির্ধারণ করা ৩৫১

অধ্যায় : জুয়া-দাবা ইত্যাদি খেলা ৩৫২
জুয়া খেলা ৩৫২
মোরগের বাজিও জুয়া ৩৫৩
যে তার সাথিকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি ৩৫৩
কবুতরের বাজি ধরা ৩৫৪
মহিলাদের বাহনে উট চালানোর জন্য হুদি গান ৩৫৪
গান-সংগীত ৩৫৫
দাবা খেলায় আসক্ত ব্যক্তিদের সালাম না দেওয়া ৩৫৬

দাবা খেলোয়াড়ের পাপ ৩৫৬
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং দাবা খেলোয়াড় ও বাতিলপন্থিদের উচ্ছেদ করা ৩৫৮
মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দুবার দংশিত হয় না ৩৬০
রাতে যে ব্যক্তি তিরন্দাজি করে ৩৬০
আল্লাহ কোনো বান্দাকে কোনো স্থানে মৃত্যু দান করতে চাইলে সেখানে তার যাওয়ার জন্য একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন ৩৬১
যে নিজ বস্ত্রে নাকের ময়লা মোছে ৩৬১

অধ্যায় : ওয়াসওয়াসা, মন্দ ধারণা ও অতিরিক্ত কথা বলা ৩৬২
ওয়াসওয়াসা : অন্তরের কুমন্ত্রণা ৩৬২
ধারণা-অনুমান করা ৩৬৩
ক্রীতদাসী বা স্ত্রী নিজ স্বামীর চুল কামানো ৩৬৫
বগলের লোম উপড়ানো ৩৬৫
উত্তম ব্যবহার ৩৬৬
চেনা-পরিচয়ের লাভ-ক্ষতি ৩৬৭
আখরোট দিয়ে শিশুদের খেলা করা ৩৬৭
কবুতর জবেহ করা ৩৬৮
যার প্রয়োজন রয়েছে, সেই যাওয়ার অগ্রাধিকার বেশি রাখে ৩৬৯
জনসমাগমে থুতু ফেলার নিয়ম ৩৭০
একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না ৩৭০
অহেতুক দৃষ্টিপাত ৩৭১
অনর্থক কথাবার্তা ৩৭১
দ্বিমুখী চরিত্রের লোক ৩৭২
দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ ৩৭২
অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয়, সে-ই নিকৃষ্ট ৩৭৩
লজ্জাশীলতা ৩৭৩
জুলুম-নির্যাতন ৩৭৪
লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো ৩৭৫
রাগ-ক্রোধ ৩৭৫
ক্রোধের সময় যে দুআ পড়বে ৩৭৬
কারও রাগ উঠলে চুপ হয়ে যাবে ৩৭৭
বন্ধুর স্বার্থে ভালোবাসার আতিশয্য দেখাবে না ৩৭৮
তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসের কারণ না হয় ৩৭৮

[দ্বিতীয় খণ্ড শুরু]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

[৬৮৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত দুআটিও ছিল—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখখরতু, ওয়ামা আসররতু ওয়ামা আ'লান-তু, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নী, ইন্নাকা আনতাল মুকাদ্দামু ওয়াল মুআখখিরু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ, যেসমস্ত পাপ আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি, এবং আগে-পরে যত পাপ করেছি, সমস্ত পাপ আপনি ক্ষমা করে দিন। (কেননা) আপনি আমার সকল বিষয় সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। নিশ্চয় আপনি অগ্রসরকারী ও বিলম্বকারী। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।[১]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى». وَقَالَ أَصْحَابُنَا، عَنْ عَمْرٍو «وَالتُّقَى».

---

[১]. মুসনাদু আহমাদ: ৭৯১৩। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত ও শাইখ আলবানি রাহিমাহুমাল্লাহ।

[৬৮৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এই) দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা, ওয়াল আ'ফাফা, ওয়াল গিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট হেদায়াত, নিরাপত্তা ও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করছি।[২]

আমাদের সাথিরা বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় 'তাকওয়া' (আল্লাহভীতি) প্রার্থনার কথাও উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا بَيَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قِيلَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ.

[৬৮৮] সুমামা ইবনু হাযন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি এক শাইখকে উঁচু আওয়াজে ডাকতে শুনেছি,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউ'যু বিকা মিনাশ শাররি লা ইয়াখলিতুহু শাইয়ুন।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অনিষ্ট থেকে এমন আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার মধ্যে অন্য কোনো কিছু মিশ্রিত হতে পারে না।

রাবি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই শাইখ কে? বলা হলো, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু।[৩]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الدَّنِسُ مِنَ الْوَسَخِ» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

---

[২]. সহিহ মুসলিম: ২৭২১; সুনানুত তিরমিজি: ৩৪৮৯; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৮৩২। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত ও শাইখ আলবানি রাহিমাহুমাল্লাহ।

[৩]. হাদিসের মান: মারফু, সনদ– সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

[৬৮৯] আবদুল্লাহ ইবনু আবু আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الدَّنِسُ مِنَ الْوَسَخِ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা তহহিরনী বিছছালজি ওয়াল বারাদি ওয়াল মায়িল বারিদি, কামা ইউতহহারুছ ছাওবুদ দানিসু মিনাল ওয়াসাখি। আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামায়ি ওয়া মিল আলআরদি, ওয়া মিলআ মা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমাকে বরফ, শিশিরবিন্দু ও ঠান্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন, যেমনইভাবে ময়লাযুক্ত কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আসমান-জমিনসম সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। এই দুইটির মধ্যবর্তী যা কিছু আছে এবং আপনি যা চান, এসব পূর্ণ পরিমাণ প্রশংসা কেবল আপনার জন্য।[৪]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَدْعُو بِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[৬৯০] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুআটি অনেক বেশি করতেন,

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতান, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়াক্বিনা আ'যাবান্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন, আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।

---

৪. সহিহ মুসলিম: ৪৬৭; মুসনাদু আহমাদ: ১৯৪০২। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি ও শুআইব আরনাউত রাহিমাহুমাল্লাহ।

শুবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহকে এই ঘটনা বললে তিনি বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই দুআ করতেন, কিন্তু তা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নিসবত করতেন না।[৫]

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ».

[৬৯১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআতে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউ'যু বিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়ায যিল্লাতি, ওয়া আউ'যু বিকা আন আযলিমা আউ উযলামা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট দরিদ্রতা, অভাব ও অপমান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার কাছে নির্যাতন করা ও নির্যাতিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।[৬]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَا نَحْفَظُهُ، فَقُلْنَا: دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ لَا نَحْفَظُهُ؟ فَقَالَ: سَأُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَكُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

---

[৫]. সহিহ মুসলিম: ২৬৯০; সহিহুল বুখারি: ৪৫২২; সুনানু আবি দাউদ: ১৫১৯; মুসনাদু আহমাদ: ১৩১৮৬। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। শাইখানের শর্ত অনুযায়ী সনদ সহিহ। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

[৬]. সুনানু আবি দাউদ: ১৫৪৪; সুনানুন নাসায়ি: ৫৪৬১; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৮৪২। সনদের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ-এর শর্ত অনুযায়ী সনদ সহিহ। হাম্মাদ ইবনু সালামা রাহিমাহুল্লাহ ব্যতীত সব রাবি সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের রাবি; তিনি শুধু মুসলিমের রাবি। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।